জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৩, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদন: ইসলামি দৃষ্টিকোণ

মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন*

Abstract

Sports competition and festival are one of the most discussed topics in the current world.There is no place in the world where sports competitions and festivals are not being held. All sports and entertainment which are forbidden in the eyes of Islam, it is also forbidden to organize sports competitions.On the other side, all the sports and entertainments are lawful, Islam has given some specific important conditions to be lawful to her competition. Any country or organization that fulfills these conditions can host the competition.Besides, Muslim players will be participating in the current sports competition in the current world, when there will be no restriction and lend to perform Islamic rules and the beauty of Islam spread across the world.The article has been followed mainly analyzing and reviewed methods.The article proves that, all sports and their competitions are not haram.Organizing halal sports competitions is also halal if certain conditions are met and it can play a special role in promoting and spreading Islam.

চাবিশব্দ:ক্রীড়া, বিনোদন, প্রতিযোগিতা, উৎসব, শরঈ পর্যালোচনা

ভূমিকা

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদন ব্যস্তময় পৃথিবীর বিনোদনমুখী মানুষের নিকট পঞ্চেন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করেছে। খেলাধুলা ও বিনোদন ছাড়া মানুষের জীবন যেন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। সাধারণ খেলাধুলা থেকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা দেখতেই মানুষ বেশি পছন্দ করে। অপরদিকে খেলোয়াড়েরাও প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট গুলোতে অংশগ্রহণ করতে মুখিয়ে থাকে। এসব প্রতিযোগিতার আয়োজনে অংশগ্রহণ ও উপভোগ করতে গিয়ে প্রায় সকলেই কোনো না কোনোভাবে শিরক ও হারাম কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে। ক্রীড়া ও বিনোদনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য বই, প্রবন্ধ ও অন্যান্য লেখা রচিত হলেও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে ইসলামের বিধিবিধান সম্বলিত তেমন কোনো বই বা প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি। যা হয়েছে তাতে পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়নি। যার ফলে কোটি কোটি বাংলা ভাষাভাষি মানুষ মনের অজান্তেই হারাম কাজ সমূহে জড়িয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আধুনিক বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের নিকট "ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদন : ইসলামি দৃষ্টিকোণ" নামক প্রবন্ধ রচনা সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

"ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদন : ইসলামি দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে প্রধানত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এপদ্ধতি হলো লিখিত বা মুদ্রিত বিভিন্ন উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সবিস্তর জানা। উৎসগত শ্রেণি বিন্যাস তা মূলত দুই ধরনের। এর একটি হচ্ছে প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত; যা সরাসরি কুরআন ও হাদিস থেকে নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সহায়ক উপকরণ; প্রবন্ধ সংশ্লিষ্ট বই, প্রবন্ধ, টেলিভিশন, নিউজ, পত্র- পত্রিকা, টেলিভিশন টকশো ইত্যাদি। ক্রীড়া ও

*সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

বিনোদন সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিকোণ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবের আয়োজন, বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মুসলিম খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপভোগ সংক্রান্ত বিষয় সমূহে গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে শিরক, হারাম ও হালালের মাঝে সুদৃঢ় প্রাচীর স্থাপন করে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবকে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কৌশল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে প্রবন্ধটি মুসলিম সমাজে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও উপভোগের ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ইসলাম প্রচারেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদন পরিচিতি

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা একটি যৌগিক শব্দ। ক্রীড়া শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো "খেলা, তামাশা, আমোদজনক অনুষ্ঠান"।[১]আরবি প্রতিশব্দ হলো, " لعب، لهو، لعبة رياضية، رياضة"।[২] প্রতিযোগিতা শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো, "প্রতিদ্বন্দ্বিতা; বিরোধ।[৩]আরবি প্রতিশব্দ হলো ," 'مبارة ج مبارات مبارة رياضية"।[৪]

বিনোদন শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো, "আনন্দদায়ক; দূরীকরণ"।[৫] আরবি প্রতিশব্দ হলো, "لهو،تسلية "।[৬] তবে অত্র প্রবন্ধে বিনোদন শব্দ দ্বারা ক্রীড়া এবং এ সংক্রান্ত আনন্দ, উৎসব ও প্রতিযোগিতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হলো; নির্দিষ্ট এক বা একাধিক খেলাকে কেন্দ্র করে দুই বা ততোধিক মানুষের বা দলের সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনের প্রচেষ্টা।

"প্রতিযোগিতা একটি ঘটনা বিশেষ যেখানে ব্যক্তিগত কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সেরা নির্ধারণকল্পে একে অপরের সাথে মোকাবিলা করে থাকে "।[৭]

মুলকথা হলো, নির্দিষ্ট একটি আয়োজনে এক বা একাধিক খেলাকে কেন্দ্র করে একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাকেই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বলে। যেমনঃ অলিম্পিক গেমস, ফুটবল বিশ্বকাপ, ক্রিকেট বিশ্বকাপ ইত্যাদি।

আধুনিক বিশ্বে প্রসিদ্ধ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মানুষ মাত্রই ক্রীড়া ও বিনোদন প্রেমী। কেননা তার স্বভাব ও চরিত্রে এটির মিশ্রণ রয়েছে। ব্যস্তময় জীবনে বিনোদন হলো, উত্তপ্ত মরুভূমির একফোঁটা জল। তাই সুযোগ পেলেই মানুষ মন খুলে হাসতে চায়, খেলতে চায়, সময়টাকে উপভোগ করতে চায়। এ বিষয়টিকে মাথায় রেখে মানুষ অতীত থেকেই ক্রীড়া ও বিনোদন প্রেমি। তবে একসময় ক্রীড়া ও বিনোদন মানবজীবনে উপকারী বিষয় হলেও অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলনা। কিন্তু বর্তমানে এটি মানবজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। এমনকি বর্তমানে দেশে দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নিয়মতান্ত্রিক রুটিন করে বছরের নির্দিষ্ট একটি সময়কে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য নির্ধারণ করেছে। আধুনিক বিশ্বে অলিম্পিক গেমস,কমনওয়েলথ গেমস, ফুটবল ও ক্রিকেটবিশ্বকাপ, ব্যাডমিন্টন, এশিয়ান গেমস, হকি, দাবা, হ্যান্ডবল ও সাতার প্রতিযোগিতাসহ অসংখ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে খেলাধুলা ও বিনোদন

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হালাল নাকি হারাম এ বিষয়টি জানার পূর্বে খেলাধুলা ও বিনোদন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোকপাত করা জরুরী। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে খেলাধুলা বৈধ হলেই প্রতিযোগিতার প্রশ্ন আসে। কোনো খেলা বৈধ এবং কোনো খেলা বৈধ নয় ইত্যাদি বিষয়ের

সমাধান হলেই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদন বিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হলো ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তি। তাই মানুষের কল্যাণে ইসলামের সকল বিধিবিধান জীবনব্যাপি। পরকালে মুক্তির জন্য যেমনি ইবাদাতের প্রয়োজন, তেমনি শান্তি-সুখের জীবনের জন্য চাই আনন্দ ও বিনোদন। মানবজীবনে যতগুলো উপকারী কামনা ও বাসনা রয়েছে তার কোনোটিতেই ইসলাম বাঁধা প্রদান করেনি। তাই ইসলামকে বলা হয় "দীনুল ফিতরাহ" বা স্বভাবজাত ধর্ম।[৮] মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে ইসলাম যদি বাঁধা প্রদান করত তাহলে ইসলামের দৈনন্দিন বিধি-বিধান পালনে তা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ مَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي الدِّيۡنِ مِنۡ حَرَجٍ

অর্থ : তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি।[৯]

খেলাধুলার প্রচলন পূর্বেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে। পূর্বে মানুষ খেলাধুলা করত শারীরিক কসরত, যুদ্ধের প্রস্তুতি ও অবসর সময় উপভোগের জন্য। কিন্তু বর্তমানে এটি পরিণত হয়েছে বাণিজ্যিক ও পেশাকরণ হিসেবে। এ সম্পর্কে শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ লিখেছেন,

খেলাধুলার প্রচলন পূর্বেও ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ের মতো এতটা বাণিজ্যিক, পেশাকরণ ও জীবনের টার্গেট হিসেবে ছিল না। থাকলেও সেটা ছিল সীমিত পরিসরে। আর বর্তমান বিশ্বের আধুনিকায়নের ব্যাপারে অবগত প্রতিটি মানুষ জানে যে, খেলাধুলা এখন কেবল নিছক বিনোদন নয়; বরং এটা এখনকার তরুণ-তরুণীদের জীবনের অংশ ও অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সাথে জড়িয়ে আছে রথী-মহারথীদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যিক সম্পর্ক, আছে নানারকম রাজনৈতিক ব্যাপার। এর মাধ্যমে জনগণকে বোকা বানিয়ে নির্বিঘ্নে শাসনকার্য পরিচালনারও বিশাল সম্পর্ক রয়েছে। খেলার ধরনেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। যৌনতানির্ভর ও নারী-পুরুষ একসাথে খেলার মাত্রাও দিনদিন বাড়ছে। বিশ্বের সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা এসব খেলাকে বানিয়ে দিয়েছে তাদের নেশা। মিডিয়ার আলোতে অশিক্ষিত, বর্বর ও চরিত্রহীনদের দেখানো হচ্ছে হিরো ও সমাজের আইডল হিসেবে।[১০]

যে সকল খেলাধুলা মানুষের উপকারের চেয়ে ক্ষতি করে বেশি। সে সকল খেলাধুলা চর্চা ও উপভোগ ইসলাম বৈধ করেনি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

قُلۡ مَا عِنۡدَ اللّٰهِ خَيۡرٌ مِّنَ اللَّهۡوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَ اللّٰهُ خَيۡرُ الرّٰزِقِيۡنَ

অর্থ: বল, আল্লাহর কাছে যা আছে তা তোমাদের ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উত্তম। আর আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।[১১]

ইসলাম আলস্য ও দুর্বলতাকে পছন্দ করেনা; বরং উদ্যম ও খুশি-আনন্দকেই পছন্দ করে। তাই শরীয়াতের শিক্ষা হলো; ইসলামের সকল বিধিবিধানের উপর সংকীর্ণতা নিয়ে আমল করার পরিবর্তে আনন্দের সাথে প্রফুল্লচিত্তে আমল করবে। আর শারীরিক ও আত্মিক সজীবতা নিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে মনযোগী হবে। এসকল বিষয়কে সামনে রেখে খেলাধুলা ও বিনোদনকে সকল প্রকার হারাম ও অশ্লীলতা হতে মুক্ত রেখে এবং ফরজ ইবাদাত সমূহ পালনের পাশাপাশি ইসলাম প্রচার ও প্রসারকে গুরুত্ব দিয়ে বৈধ করেছে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদনের শরঈ বিধান

যে সকল খেলাধুলাকে ইসলাম হারাম বা নিষিদ্ধ করেছে সে সকল খেলাধুলার প্রতিযোগিতা ও উৎসবকেও হারাম করেছে। আর যে সমস্ত খেলাধুলাকে হালাল করা হয়েছে তার প্রতিযোগিতাকেও হালাল বা বৈধ করা হয়েছে। কেননা রাসুল (সাঃ) সাহাবাদের সাথে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত,

أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وبينهما ستة أميال وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হাফ্‌ইয়া হতে সানিয়্যাতুল বিদা নামক স্থান পর্যন্ত দূরত্বের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। আর এ স্থান দু'টির মধ্যকার ব্যবধান হলো ছয় মাইল। আর প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহের ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন 'সানিয়্যাতুল বিদা' হতে 'বানী যুরইক'-এর মসজিদ পর্যন্ত। এ জায়গা দু'টির মধ্যকার ব্যবধান হলো এক মাইল।[১২]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, রাসুল (সাঃ) নিজে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করেছেন এবং অন্যকে উৎসাহিত করেছেন। এ ছাড়াও রাসুল (সাঃ) তির নিক্ষেপ প্রতিযোগিতার উৎসাহ দিতেন। সালমা ইবনু আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত,

مر النبي ﷺ على نفر من أسلم ينتضلون فقال النبي ﷺ ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله ﷺ ما لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم قال النبي ﷺ ارموا فأنا معكم كلكم

সালমা ইবনু আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,একদা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আসলাম গোত্রের একদল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তারা তিরন্দাজির প্রতিযোগিতা করছিল। তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে বনী ইসমাঈল! তোমরা তিরন্দাজি করে যাও। কেননা তোমাদের পূর্বপুরুষ তিরন্দাজ ছিলেন। সুতরাং তোমরাও তিরন্দাজি করে যাও। আর আমি অমুক গোত্রের লোকদের সঙ্গে আছি। রাবী বলেন, তাদের এক পক্ষ হাত চালনা হতে বিরত হয়ে গেল। তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ)বললেন, তোমাদের কী হল, তোমরা যে তিরন্দাজি করছ না? তখন তারা বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কিভাবে তির ছুঁড়তে পারি, অথচ আপনি তো তাদের সঙ্গে রয়েছেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা তির ছুঁড়তে থাক, আমি তোমাদের সবার সঙ্গেই আছি।[১৩]

এ ছাড়াও রাসুল (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন মর্মে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে,

عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي ﷺ في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقة

আমি তাঁর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করে তাঁকে ছাড়িয়ে আগে চলে গেলাম। পরবর্তী সময়ে আমি কিছুটা স্বাস্থ্যবান হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আবারও দৌড় প্রতিযোগিতা করি, কিন্তু এবার তিনি হারিয়ে দিয়ে বিজয়ী হন। এরপর রাসুল (সাঃ) আমাকে বলেন, 'এ বিজয় সেই বিজয়ের বদলা।[১৪]

শারীরিক সুস্থতা ও হৃদয়ের সতেজতার জন্য খেলাধুলা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সুঠাম দেহ, সুন্দর ও বলিষ্ঠ মুমিন ইসলামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহঃ) বলেছেন, "যুদ্ধ বিষয়ক খেলা শুধু খেলা ছিল না; বরং তার মাঝে যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শন এবং শত্রুর মোকাবিলা করার প্রশিক্ষণ ছিল"।[১৫]

এছাড়াও বলিষ্ঠ দেহের মুসলিমের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "المؤمن القوي، خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خيرٌ، احْرِصْ على ما ينفعك، واسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجِزْ، وإن أصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قَدَرُ الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন, দুর্বল মুমিন অপেক্ষা সবল মুমিন শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ আছে। তোমাকে যা উপকার দেবে সে বিষয়ে প্রলুব্ধ হও। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। অক্ষম অকর্মণ্য হয়ো না। কোনো অবাঞ্ছিত বিষয়ে আক্রান্ত হলে বলোনা, যদি আমি এটা করতাম, তাহলে এটা এটা হতো; বরং বলবে আল্লাহর ফয়সালা; তিনি যা চান তা-ই করেন। কারণ যদি কথাটা শয়তানের কাজের পথ খুলে দেয়।[১৬]

এছাড়াও রাসুল (সাঃ) এর সাহাবিগণ তরমুজ খাওয়ার প্রতিযোগিতা করতেন মর্মেও হাদিস পাওয়া যায়। বকর বিন আব্দুল্লাহ মাজানি (রহঃ) বলেন,

كان أصحاب النبي ﷺ يتبا دحون با لبطيخ فإ ذا كانت الحقا ئق كانو هم الرجال

নবি মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবিগণ তরমুজ (যা তৎকালীন যুগে বিরল ও আকর্ষণীয় ফল ছিল) খাওয়ার প্রতিযোগিতা করতেন। আবার বাস্তব জীবনে তারা সুপুরুষও ছিলেন।[১৭]

এ সকল হাদিস হতে প্রমাণিত হয় যে, বৈধ খেলাধুলার প্রতিযোগিতাও বৈধ। তবে অবশ্যই শর্ত সাপেক্ষ। ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলো তখনি হালাল হবে যখন তা নির্দিষ্ট শর্তানুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদন বৈধকরণে ইসলামের শর্তাবলি

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদনকে বৈধকরণে ইসলাম কিছু শর্তারোপ করেছে। যা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৭.১ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোনোভাবেই জুয়ার স্পর্শ থাকবেনা। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা জুয়াকে হারাম করেছেন। কারণ জুয়া সামাজিক অনাচার এবং মারাত্মক অপরাধ। এ সকল জিনিস মানুষকে অনিয়ম ও অনৈতিক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ এবং উৎসাহিত করে যেমনি সমাজকে করে ক্ষত বিক্ষত তেমনি যুব সমাজ হয় বিপথগামী। তাই এ সকল কাজ গুলোকে আল্লাহ তায়ালা শয়তানের কাজ বলে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তিরসমূহ নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[১৮]

বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাজিকরেরা নানান ভাবে বাজি ধরে। যেমন দুই পক্ষ বাজি ধরলো যে, "আমার দল A বিজয়ী হবে"। অপর পক্ষ বললো, "না আমার দল B বিজয় অর্জন করবে"। অতঃপর উভয়ে বাজি ধরলো যে,"ঠিক আছে,পাঁচ হাজার টাকা করে বাজি হোক"। যারা বিজয় অর্জন করবে তারা পাঁচ পাঁচ করে দশ হাজার টাকা বাজি জিতবে। এভাবে বাজি ধরাকে ইসলাম হারাম করেছে। যেমন: হযরত ওমর (রাঃ) বাজির কথা শুনে বাজির বস্তু হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন,

حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثني معن ، قال : حدثني ابن المنكدر ، عن أبيه ، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير بن عبد الله،أن رجلين اقتمرا على ديكين على عهد عمر ، فأمر عمر بقتل الديكة ، فقال له رجل من الأنصار : أتقتل أمة تسبح ؟ فتركها

রাবিয়া ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু হুদাইর ইবনু আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, দু'জন ব্যক্তি উমর (রাঃ) এর শাসনকালে দু'টি মোরগ লড়াইয়ের বাজি ধরে। উমর (রাঃ) মোরগ হত্যার নির্দেশ দেন। আনসারদের থেকে এক ব্যক্তি তাকে বলল,আপনি কি এমন এক উম্মতকে হত্যা করবেন, যারা আল্লাহর তাসবিহ করে? তাই তিনি তাঁর নির্দেশ প্রত্যাহার করেন।[১৯]

অনেক সময় ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি জুয়াকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। অনেকগুলো প্রতিযোগী বা দলের কাছ হতে টাকা তুলে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বিজয়ী বা বিজয়ী দল সকল টাকা-পয়সা নিজের করে নেয়। আবার বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৃশ্যমান হয় যে, বাজিকরেরা নির্দিষ্টকোনো খেলোয়াড় বা প্রতিযোগীর সাথে এ মর্মে চুক্তি করেন যে, "তুমি যদি গোল মিস করো, তুমি যদি একটি 'ওয়াইড' বা 'নো' বল কর অথবা তুমি যদি ইচ্ছে করে হেরে যাও তাহলে তোমাকে এত হাজার বা এত লক্ষ টাকা দেয়া হবে।" ইসলামের দৃষ্টিতে এটিও জুয়া। যারা মাঠে খেলা পরিচালনা করেন অনেক সময় তারাও জুয়াড়িদের সাথে চুক্তি করে নির্দিষ্ট দল বা প্রতিযোগীর পক্ষে রায় প্রদান করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এটিও হারাম। আমাদের দেশে নানান ভাবে লটারি টানা হয়। যেমন- নিজের টাকা দিয়ে অনেকেই লটারি ধরল। অতঃপর তাদের মাঝ হতে বিজয়ী খোঁজা হল। অথবা লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারণ করল। এটিও এক ধরনের জুয়া। এ সকল জুয়া হতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে মুক্ত রাখতে না পারলে ইসলামের দৃষ্টিতে তা হারাম বলে বিবেচিত হবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করোনা, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।[২০]

৭.২ ইসলামের দৃষ্টিতে জাদু হারাম। এটি জ্যোতিষী, গণক বা জাদু বিদ্যায় পারদর্শীদের সাহায্য করা হোক অথবা অন্যকোনো ভাবে করা হোক, সকল অবস্থায় এটি হারাম। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোনোভাবেই জাদুর সংস্পর্শ থাকতে পারবে না। অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে আবার কখনো খেলাধুলার মাঝে দর্শককে বুদ করে রাখতে বা ক্রীড়া উপভোগকারীকে ধোঁকা দিতে জাদুর ব্যবহার হয়। ইসলাম জাদুর মাধ্যমে সকল কাজকেই হারাম করেছে। রাসুল (সাঃ) সাতটি ধংসকারী কাজের মধ্যে জাদুকেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনায় রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন,

اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول الله، وما هنَّ؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الرّبا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রেনবি (সাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ রাসুল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীককরা, যাদু করা,আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়ত

সম্মত কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদগ্রাসকরা, রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং সরলস্বভাব বা সতী-সাধ্বী মু'মিনাদের অপবাদ দেয়া।[২১]

সুতরাং রাসুল (সাঃ) এর হাদিস হতে স্পষ্ট হয় যে, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জাদুর মিশ্রণ থাকলে তা অবৈধ বলে গণ্য হবে। অনুষ্ঠানটি বৈধ করণে অবশ্যই প্রতিযোগিতাকে জাদুর সকল ধরণের প্রভাব হতে মুক্ত রাখতে হবে।

৭.৩ একবিংশ শতাব্দীর প্রায় সকল ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও উৎসবের উদ্বোধন অথবা শেষ করা হয় গান-বাজনা ও অশ্লীল নৃত্যের মাধ্যমে। ইসলামের দৃষ্টিতে যা অত্যন্ত জঘন্য গর্হিত কাজ। রাসুল (সাঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন,

عن أبى مالك الأشعرقال قال رسول الله (صلي): ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف

অর্থ : আবু মালেক আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, অবশ্যই আমার পরে এমন কিছু লোক আসবে যারা যেনা, রেশম, নেশাদার দ্রব্য, গান বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।[২২]

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব তখনি বৈধতা পাবে যখন তা গান-বাজনা, উন্মাদ নৃত্য ও সকল ধরণের অশ্লীলতা হতে মুক্ত থাকবে। কারণ ইসলাম সুস্থ বিনোদনকে সমর্থন প্রদান করে এবং গান বাজনাসহ সকল প্রকারের অশ্লীলতা কে নিন্দা করে।

৭.৪ বর্তমান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব মানেই দর্শক ও শ্রোতাদের মাঝে নারী পুরুষের অবাধ মিশ্রণ, অশ্লীল দেহ ভঙ্গি, পর্দা ও হিজাবের যেন চুড়ান্ত সীমালঙ্ঘন। অথচ ইসলাম এ বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে সম্বোধন করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থ : যারা পছন্দ করে যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার বিস্তৃতি ঘটুক তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে আছে ভয়াবহ শাস্তি। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।[২৩]

রাসুল (সাঃ) হযরত আয়শা (রাঃ) কে সাথে নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপভোগ করতেন। তবে তাঁরা ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট ক্রীড়া উপভোগকারী। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,

رأيت النبي ﷺ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو

আমি একদিন হাবশীদের খেলা দেখছিলাম। তারা মসজিদের আঙ্গিনায় খেলা খেলছিল। আমি খেলা দেখে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত দেখছিলাম। তখন নবি (সাঃ) তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রেখেছিলেন।তোমরা অনুমান কর যে,অল্প বয়স্কা মেয়েরা খেলাধুলা দেখতে কী পরিমাণ আগ্রহী।[২৪]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অশ্লীল পোশাক, দেহভঙ্গি, বেপর্দা ও নারী-পুরুষ মিশ্রণ অবস্থায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপভোগ করা হারাম। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বৈধ করতে হলে অবশ্যই পুরুষ-মহিলা মিশ্রণ বন্ধ করতে হবে এবং বেপর্দা, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা সহ সকল ধরনের গর্হিত কাজ থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে মুক্ত রাখতে হবে।

৭.৫ বর্তমান বিশ্বে যতগুলো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, ক্রিকেট ব্যতীত প্রায় সব গুলোতেই সতর খোলা থাকে। যা কবিরাহ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

يٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

হে বনী আদম, আমি তো তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবে এবং যা দেহের সৌন্দর্যস্বরূপ। আর তাকওয়ার পোশাকউত্তম। এগুলো আল্লাহর আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[২৫]

রাসুল (সাঃ) নারীদের পর্দা সম্পর্কে বলেন,

عن عبد الله، عن النبي ﷺ، قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, নারী জাতি হল আপাদমস্তক সতর। যখনি সে বের হয়, তখনি শয়তান তাকে চমৎকৃত করে তোলে।[২৬]

পবিত্র কুরআনে নির্দেশ এসেছে,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

ইমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে।[২৭]

কুরআন ও হাদিসের বর্ণনা হতে স্পষ্ট হয় যে, নারীদের সমস্ত দেহ সতর বা পর্দার অন্তর্ভুক্ত। পুরুষের সতর সম্পর্কে রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন,

عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال الفخذ عورة

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবি (সাঃ) বলেছেন, ঊরুও একটি আভরণীয় অঙ্গ।[২৮]

রাসুল (সাঃ) আরো বলেছেন,

أبي سعيد الخدري عن أبيه أنّ رسول اللهِ ﷺ قال لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী(রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,কোনো পুরুষ অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না এবংকোনো মহিলা অপর মহিলার লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না;কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নিচে ঘুমাবে না এবংকোনো মহিলা অপর মহিলার সাথে একই কাপড়ের নিচে ঘুমাবে না।[২৯]

রাসুল (সাঃ) এর হাদিস হতে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষের সতর নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের সতর সমস্ত দেহ। যারা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন তারা অবশ্যই

খেলোয়াড় ও দর্শকসহ সকলের সতর ঢেকে পোশাক পড়ার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। অন্যথায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধতা পাবেনা।

৭.৬ ইসলামের দৃষ্টিতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব হালাল করতে হলে অবশ্যই সালাতের সময় প্রতিযোগিতা বন্ধ করে প্রত্যেকের সালাতের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এমনকি জুমার দিনে জুমার সময়ে অবশ্যই খেলাধুলা বন্ধ করতে হবে। কেননা সালাতের সময়ে সালাত আদায় ব্যতীত অন্যান্য সকল কাজ করা হারাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

হে মুমিনগণ, যখন জুমু'আর দিনে সালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচাকেনা বর্জন কর। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।[৩০]

সুতরাং খেলাধুলার মাঝে সালাতের জন্য নির্ধারিত সময় নির্দিষ্ট করে সকলকে সালাতের ব্যবস্থা করে না দিলে সে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

৭.৭ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবের ব্যবস্থা করতে গেলে অবশ্যই ব্যয় সংকোচনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। কেননা যেখানে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ অনাহার বা অর্ধাহারে জীবন কাটাচ্ছে, সেখানে অধিক ব্যয়ে উৎসব পালন করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ হবেনা। আল্লাহ তায়ালা এ সর্ম্পকে বলেছেন,

وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

অর্থ্যাৎ আর তোমরা অপচয় করোনা, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।[৩১]

রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال

আল্লাহ্ তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন, অনর্থক কথাবার্তা বলা, সম্পদ নষ্ট করা এবং অত্যধিক সওয়াল করা।[৩২]

সুতরাং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব পালনে অবশ্যই ব্যয় সংকোচন করতে হবে। অন্যথায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি বৈধতা পাবেনা।

৭.৮ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবের নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ লাভবান হয়। বিশ্বের কাছে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পায়। মুসলিম-অমুসলিম সবার ঘরে ইসলামের শান্তির বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবন, আচার আচরণ ও সকল কাজে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টাসহ ইসলামের বিধি-বিধানের সৌন্দর্য প্রচার ও প্রসারে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া একান্ত কর্তব্য। পাশাপাশি মুসলিমদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবটি সারা বিশ্বে এ বার্তা প্রদান করবে যে, শিরক ও সকল প্রকার হারাম কাজ হতে দূরে থেকেও অত্যন্ত শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সাথে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব আয়োজন করা সম্ভব। যা একজন প্রতিযোগীকে যেমনি পরিশ্রমী করে গড়ে তুলবে তেমনি শৃঙ্খলাবোধ, সচেতনতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও ইসলামি বিধিবিধান পালনে যত্নশীল মানুষ হওয়ার নৈতিক শিক্ষা দিবে।

৭.৯ বর্তমান ক্রীড়া উৎসব গুলোকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বেই অসংখ্য প্রতিযোগী ও বিভিন্ন দল এবং দেশ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। যার ফলে তাদের রয়েছে নিজস্ব সমর্থক। যারা নিজেদের পছন্দের খেলোয়াড়,দল বা দেশকে সমর্থন করতে গিয়ে নানা অন্যায়, অশ্লীল ও গর্হিত কাজে জড়িয়ে পড়ে। যেমন: বিপক্ষ দল বা খেলোয়াড় ও দর্শককে কটাক্ষ করা, গালি দেয়া, উস্কানি দেয়া, এমনকি ঝগড়া ও খুন করতে পর্যন্ত পিছুপা হয়না। অথচ ইসলাম এসব গর্হিত কাজকে হারাম করেছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

হে ইমানদারগণ,কোনো সম্প্রদায় যেন অপরকোনো সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আরকোনো নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ইমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম।[৩৩]

আবার পছন্দের খেলোয়াড়, দল বা দেশের হারে অনেক বিনোদন প্রেমি নেশা দ্রব্য গ্রহণ, মদ পান, মাতলামি এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্ত করে থাকে। যা ইসলাম সম্পূর্ণরূপে হারাম করেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, নিশ্চয় সে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে। আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।[৩৪]

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবের কমিটি এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখবে এবং এমন ঘটনা এড়ানোর জন্য অবশ্যই সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং মুসলিমরা যাতে এসব হারাম ও গর্হিত কাজ হতে নিজেদের রক্ষা করে এ ব্যাপারে অবশ্যই জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে। অন্যথায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবটিকে ইসলাম বৈধতা প্রদান করবে না।

আধুনিক বিশ্বের প্রচলিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মুসলিমদের অংশগ্রহণ

আধুনিক বিশ্বে অসংখ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যার সাথে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার জড়িত। অনেকেই এগুলোকে নিজেদের ব্যবসা হিসেবে নিয়েছে। একে কেন্দ্র করেই কোটি কোটি মানুষের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। এর সাথে জড়িত রয়েছে মদ-জুয়া, যেনা ব্যভিচার এবং অশ্লীলতাসহ অসংখ্য পাপাচার ও গর্হিত কাজ। এ প্রতিযোগিতা ও উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো অলিম্পিক গেমস, কমন-ওয়েলথ গেমস, ফুটবল ও ক্রিকেট বিশ্বকাপসহ অন্যান্য ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

এসব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবে মুসলিমরা অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা, এ বিষয়টি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

৮.১ যে সকল প্রতিযোগিতার সাথে শিরক, জাদু, জুয়া, যেনা, অশ্লীল নাচ-গান ও অন্যান্য হারাম কথা, কাজ ও উদ্দেশ্যের সর্ম্পক রয়েছে সে সকল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ মুসলিমদের জন্য হারাম। কেননা আল্লাহ তায়ালা এ সর্ম্পকে বলেছেন,

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَتَّبِعُوۡا خُطُوٰتِ الشَّيۡطٰنِ ؕ وَمَنۡ يَّتَّبِعۡ خُطُوٰتِ الشَّيۡطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاۡمُرُ بِالۡـفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡكَرِ ؕ وَلَوۡلَا فَضۡلُ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنۡكُمۡ مِّنۡ اَحَدٍ اَبَدًا وَّلٰـكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىۡ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, নিশ্চয় সে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে। আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।[৩৫]

৮.২ এ সকল উৎসবগুলোতে অংশগ্রহণ করলেও যদি মুসলিমদের শিরক ও অন্যান্য কাজগুলোতে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা না থাকে এবং মুসলিমরা তাদের ফরজ বিধান সমূহ পালনে কোনো বাঁধার সম্মুখীন না হয় তাহলে উক্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানে মুসলিমরা অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ইসলাম ও ইসলামের দৈনন্দিন বিধান সমূহের সৌন্দর্য সারা বিশ্বের অমুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়াই মূল উদ্দেশ্য হতে হবে। কিন্তু অনুষ্ঠানটি যদি শিরিক ও অন্যান্য হারাম কাজের সাথে জড়িত থাকে এবং মুসলিম খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যদি নিজেদের দৈনন্দিন ফরয ইবাদাত পালনে ব্যর্থ হয়, যেমন- সতর ঢাকা, সময় মত সালাত আদায়, পর্দা পালন এবং মুসলিম খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্য যদি ইসলামের সৌন্দর্য ছড়িয়ে দেয়া না হয়ে নিজেদের খ্যাতি অর্জন, অর্থের প্রতি মোহ এবং হারাম কাজের প্রতি আকর্ষণ হয়, তাহলে আধুনিক বিশ্বের প্রচলিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবে মুসলিমদের অংশগ্রহণ হারাম।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর।[৩৬]

রাসুল (সাঃ) এ সর্ম্পকে বলেছেন,

عن عطية السعدي، وكان من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس

আতিয়া আস- সা'য়াদী (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারেনা, যতক্ষণ না সে গুনাহের কাজে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকায় ঐ সব কাজও পরিত্যাগ করে যে সবে আপাতদৃষ্টিতে কোনো গুনাহ নেই।[৩৭]

মুসলিম দেশে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ ক্রীড়া ও বিনোদনের মাঝে ক্ষুরধার স্রোতের ন্যায় নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এমন মানুষ খুজেঁ পাওয়াই দুস্কর যারা খেলাধুলা ও বিনোদন পছন্দ করেনা। সুতরাং সারা বিশ্বের অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের সুমহান সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমূহ আয়োজন করা যেতে পারে। যেমন ভাবে কাতার ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২২ আয়োজন করেছে। যদিও উক্ত প্রতিযোগিতাটিতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বৈধ করণের শর্ত সমূহ পালন করা হয়নি। তবু বৈশ্বিক এ আসরকে কেন্দ্র করে মুসলিম দেশ কাতার

ইসলামের বিধিনিষেধ প্রয়োগ এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ফলে সারা বিশ্বের মুসলিম অমুসলিম মানুষের মাঝে ইসলামের সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। কাতার বিশ্বকাপ আয়োজকগণ প্রতিযোগিতা চলাকালিন মদ পান, ব্যভিচার, সমকামিতা ও অশ্লীলতা বন্ধ করেছে। এ সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা প্রতিবেদন করেছে,

ফিফা আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপ, অলিম্পিক গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমসের মতো মেগা ইভেন্ট সব সময়ই একটা মিলন উৎসবের চেহারা নেয়। যেখানে সারা বিশ্ব থেকে ফুটবলার, কোচ, কোচিং স্টাফরা ছাড়াও এসে উপস্থিত হন অগণিত সমর্থক। প্রিয়দলের রঙে নিজেদের রাঙিয়ে পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুনে তারা রাঙিয়ে তোলেন চারপাশকে। তৈরি হয়উৎসবের মেজাজ। সেই উৎসবের অন্যতম অঙ্গ পার্টি, নাইট লাইফ, যৌনসুখ। কিন্তু আসন্ন কাতার বিশ্বকাপ ফুটবলকে ঘিরে দর্শকদের দেখা এইসব স্বপ্ন হয়ত স্বপ্ন থেকে যাবে। কারণ কাতার প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে সমস্ত রকম পার্টি নিষিদ্ধ। আর বিবাহ বহির্ভূত যৌনতায়লিপ্ত হলেই ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।ইউরোপ-আমেরিকার ফুটবলপ্রেমীদের জন্য কার্যত দুঃসংবাদই দিল কাতার প্রশাসন। সাধারণত খেলাধুলোকে ঘিরে পার্টি ও অবাধ মেলামেশা করা ইউরোপ বা আমেরিকার ক্রীড়ামোদিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আসন্ন কাতার বিশ্বকাপে এই সব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে দর্শকদের। এতকাল বিশ্বকাপ ফুটবলকে ঘিরে মাঠের খেলা উপভোগের পাশাপাশি মাঠের বাইরেও উদ্দাম জীবন উদযাপন করতে পেরেছেন দেশ-বিদেশের দর্শকরা। তবে ২১ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা কাতার বিশ্বকাপে এইসব বিষয়একেবারে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।[৩৮]

বিশ্বকাপ চলাকালিন মদ পান, অ্যালকোহল, অবৈধ যৌন সম্পর্ক, সমকামিতা ও অন্যান্য অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করে ইসলামের সুমহান আদর্শকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যার মাধ্যমে অমুসলিমদের মনে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জেগেছে এবং তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে যে, অশ্লীলতা ছাড়াও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন সম্ভব। কাতার কর্তৃপক্ষ বিশ্বকাপ চলাকালিন সময়ে কুরআন, হাদিসের কিতাব, ইসলামি বই, জায়নামাজ, হিজাব সহ অসংখ্য ইসলামিক উপকরণ বিলি করেছে। দেয়াল,বিলবোর্ড ও সরকারি বেসরকারি টেলিভিশনগুলোতে কুরআন-সুন্নাহের বাণী,টকশো ও ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছে। অমুসলিমদের জন্য সমস্ত মসজিদগুলো খুলে দেয়া হয়েছে, যাতে করে খুব কাছ থেকে ইসলামের সৌন্দর্য অনুভব করতে পারে। অমুসলিম নারীরা স্বাধীনভাবে দিনে-রাতে কাতারের রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। ফলে মুসলিমদের ব্যাপারে পশ্চিমা বিশ্বের জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ সহ সকল অপবাদ ও মিথ্যা প্রচারণার মূলোৎপাটন ঘটেছে। ফলে শতশত অমুসলিম ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে 'দৈনিক নয়াদিগন্ত' পত্রিকা লিখেছে,

এক হিসেবে কাতারকে সৌভাগ্যবান রাষ্ট্র বললেই চলে। কেননা, ফিফা বিশ্বকাপের ৯২ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম আরব-মুসলিম দেশ হিসেবে দেশটি বিশ্বকাপের আয়োজন করতে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়; এটি সর্বকালের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও শীতকালে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ফুটবল বিশ্বকাপ।স্বাভাবিকভাবেই এই আসরকে উপলক্ষ্য করে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে নানা ধর্মের-বর্ণের দর্শক ও ভক্তরা আগমন করেন। আর সেই সুযোগটিই কাজে লাগাচ্ছে কাতার। দেশটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে- বিশ্বকাপ চলাকালে আগত অতিথিদের সামনে ইসলামের শিক্ষা ও পরিচিতি তুলে ধরতে কাজ করবে তারা। গত বৃহস্পতিবার আলজাজিরা জানায়, ইসলাম প্রচারের পুরো প্রকল্পটি দেখভাল করবে কাতারের আওকাফ ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ উপলক্ষে দেশটি একটি বিশেষ প্যাভিলিয়ন চালু করেছে।আলজাজিরার ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, প্যাভিলিয়নে বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত ইসলাম ও

আরব সংস্কৃতির পরিচিতিমূলক বই বিতরণ করা হবে। দর্শকদের সাথে তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলার জন্য থাকবেন সেই ভাষার দাঈ বা ইসলাম প্রচারক। বিশেষত উপসাগরীয় দেশ কাতারের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরা হবে দর্শনার্থীদের কাছে। এতে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি বা ভিআর প্রযুক্তির সাহায্যে দেখানো হবে পবিত্র কাবাঘর, হাজরে আসওয়াদসহ মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ইসলামি স্থাপনা।এরই মধ্যে বিশ্বকাপের আয়োজন ঘিরে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত কাতার। এ উপলক্ষে নতুনভাবে সেজেছে দেশটি। আরব ও ইসলামি স্থাপত্যশৈলীকে ধারণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ৮টি স্টেডিয়াম। রাজধানী দোহাসহ বিভিন্ন স্থানে সাঁটানো হয়েছে মহানবি সা:-এর হাদিস সম্বলিত ম্যুরাল। সামাজিক শিষ্টাচার নিয়ে মহানবি (সাঃ) এর প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীগুলো লেখা হয়েছে আরবি ও ইংরেজি ভাষায়। অর্থপূর্ণ হাদিসগুলো চলার পথে দর্শক ও পাঠকদের মনে তৈরি করবে ভিন্নরকম অনুভূতি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসব ছবি ব্যাপক প্রশংসিত হচ্ছে।কাতারের অভিনব এই আয়োজনের প্রশংসা করেছেন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্সের মহাসচিব ড. আলী আল-কারাহ দাগি। তিনি বলেছেন, 'কাতার বিশ্বকাপ ঘিরে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ইসলামের সুমহান বার্তা ছড়িয়ে দিতে অভিনব উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।[৩৯]

সুতরাং কাতারের ন্যায় মুসলিম দেশগুলো যদি একমাত্র ইসলাম প্রচার ও ইসলামের বিধি-বিধান পালনের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করে তাহলে এটিকে অবৈধ বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِٱلْحَسَنَةِ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহবান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াত প্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন।[৪০]

এর পাশাপাশি আমারা এটিও জানি যে, আল্লাহ তায়ালা প্রথমেই মদকে হারাম করেননি, ধীরে ধীরে হারাম করেছেন।

সুতরাং ইসলামের সৌন্দর্য প্রচারের স্বার্থেই বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসমূহ মুসলিম দেশগুলোতে আয়োজন করা যেতে পারে। তবে এটি ছাড়া অন্যান্য কোনো উদ্দেশ্য থাকলে তা বৈধতা পাবেনা। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

বল, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব'।[৪১]

উপসংহার

বর্তমানে বিশ্বে ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের সংখ্যাই বেশি। এমন কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যিনি ক্রীড়া ও বিনোদন পছন্দ করেননা। অধিকাংশ মানুষ তাঁর অবসর সময়টি খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে বা উপভোগ করে কাটাতে পছন্দ করেন। আবার কিছু মানুষ আছেন, যারা সকল ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকেই হারাম মনে করেন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব ইসলামের সৌন্দর্য প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমনটা কাতার ফুটবল বিশ্বকাপ-২০২২-এ ঘটেছে। তবে এসব প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং প্রচলিত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে চাইলে মুসলিমদের নির্ধারিত কিছু শর্তাবলি পূরণ করা বাধ্যতামূলক। যা প্রবন্ধটিতে সবিস্তরে

আলোচনা করা হয়েছে।ইসলাম প্রচার ও প্রসারকে মূল উদ্দেশ্যের কেন্দ্র বিন্দুতে রেখে নতুন নতুন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে। যার ফলে অমুসলিমেরা ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নতুন ভাবে জীবনকে সাজাতে পছন্দ করবে। তবে কোনোভাবেই যেন মূল উদ্দেশ্য ও নির্ধারিত শর্তাবলি থেকে বিচ্যুতি না ঘটে সেদিকে লক্ষ রাখা একান্ত কর্তব্য।

তথ্য নির্দেশিকা

১ *শৈলেন্দ্র বিশ্বাস*, *সংসদ বাংলা অভিধান*, পঞ্চম সংস্করণ (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ,২০১৪),পৃ. ১৪৮

২ সম্পাদনা পরিষদ,*বাংলা-আরবী অভিধান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন,২০১৫),পৃ . ২৮২

৩ মুস্তাফা পান্না, *কিশোর বাংলা অভিধান* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাইস, ২০১৫), পৃ. ১৬৯

৪ *বাংলা-আরবী অভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ . ২৮২

৫ মুস্তাফা পান্না, *কিশোর বাংলা অভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ . ১৯৬

৬ *বাংলা-আরবী অভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ . ৭৪০

৭ Robert D Blagg, "Competition biotic interaction" *Britannica*, 2023, N.P

৮ শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ, *মুমিনের বিনোদন*, অনুবাদ-আবদুন নুর সিরাজি (ঢাকা: মুহাম্মদ পাবলিকেশন, ২০২০), পৃ. ০৭

৯ *আল-কুরআন*, ২২: ৭৮

১০ শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ, *মুমিনের বিনোদন*, পূর্বোক্ত, পৃ . ০৮

১১ *আল-কুরআন*, ৬২: ১১

১২ আবু আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, (ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১২), সালাত অধ্যায়, হাদিস নং- ৪২০

১৩ পূর্বোক্ত, হাদিস নং ৩৩৭৩

১৪ ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৬),

জিহাদ অধ্যায়, হাদিস নং ২৫৭০

১৫ *মুমিনের বিনোদন*, পূর্বোক্ত,পৃ. ৩৭

১৬ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুসাইরি আন-নিসাপুরি, *সহীহ মুসলিম*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০), তাকদীর অধ্যায়, হাদিস নং ৬৫৩২

১৭ আবু আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী,*আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুবাদ-আম্মার মাহমুদ, (ঢাকা: পথিক প্রকাশন, ২০২১), ঠাট্টা-মশকারী অধ্যায়, হাদিস নং ২৬৬

১৮ *আল-কুরআন*, ৫: ১১৬

১৯ *আল-আদাবুল মুফরাদ, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ১২৮৮*

২০ *আল-কুরআন*, ৪:২৯

২১ *সহীহ বুখারী*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ২৭৬৬

২২ *সহীহ বুখারী*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ৫৫৯০

২৩ *আল-কুরআন*, ২৪:১৯

২৪ *সহীহ বুখারী*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ৫২৩৬

২৫ *আল-কুরআন*, ০৭:২৬

২৬ ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ বিন ঈসা সাওরাহ আত - তিরমিযী, *সুনান আত-তিরমিযী*, (ঢাকা: হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, ২০১০), শিশুর দুধপান অধ্যায়, হাদিস নং ১১৭৩

২৭ *আল-কুরআন*, ২৪:৩১

২৮ সুনান *আত-তিরমিযী*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ২৭৯৬

২৯ *সহীহ মুসলিম*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ৬৬১

৩০ *আল-কুরআন*, ৬২:০৯

৩১ *আল-কুরআন*, ০৬:১৪১

৩২ *সহীহ বুখারী*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ১৪৭৭

৩৩ *আল-কুরআন*, ৪৯:১১

৩৪ *আল-কুরআন*, ২৪:২১

৩৫ *আল-কুরআন*, ২৪:২১

৩৬ *আল-কুরআন*, ০৫:০২

৩৭ সুনান *আত-তিরমিযী*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ২৪৫১

৩৮ *দৈনিক ইত্তেফাক*, সংগ্রহ: ১৮,১১,২০২২

৩৯ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, সংগ্রহ: ১২,১১,২০২২

৪০ *আল-কুরআন*, ১৬:১২৫

৪১ *আল-কুরআন*, ০৬:১৬২

জমা প্রদানের তারিখ : ০৬.০৮.২০২৩
গৃহীত হবার তারিখ : ৩০.১০.২০২৩